ভোরের কাগজ

তারিখ JAN 18 2000
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে পরীক্ষার্থীরা গতকাল নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করে —ভোরের কাগজ

# অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা না পেছালে ২৩ জানুয়ারি থেকে লাগাতার হরতাল

## ঢাকার কলেজগুলোর পরীক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন

**কাগজ প্রতিবেদক :** জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা ২ মাস পেছানো অথবা সেশন নষ্ট করা ছাড়াই আগামী জুন মাসে অনুষ্ঠেয় অপর পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দাবি করেছে। এ দাবি মানা না হলে তারা সকল কলেজে একযোগে পরীক্ষা বয়কট এবং আগামী ২৩ জানুয়ারি থেকে লাগাতার হরতাল ডেকে কলেজের স্বাভারিক কার্যক্রম বন্ধের হুমকি দিয়েছে। উল্লেখ্য, অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

জগন্নাথ কলেজ, ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং বদরুন্নেসা কলেজের অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষার্থীরা গতকাল সোমবার রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলে।

জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ১৯৯৮ সালের অনার্স পরীক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয় সে বছর নভেম্বর মাস থেকে এবং চলে '৯৯-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত। এর মধ্যে জগন্নাথ কলেজে ৩৭টি বইয়ের মধ্যে পড়ানো হয়েছে মাত্র ১৮টি। সারা দেশের অন্যান্য কলেজেও একই অবস্থা। এই অবস্থায় পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ২ মাস সময় বেশি চাওয়া অযৌক্তিক নয়। তা ছাড়া '৯৭ সালের অকৃতকার্য অনার্স পরীক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ২৩ ডিসেম্বর। তাদের পক্ষেও মাত্র এক মাসের প্রস্তুতিতে নতুন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

পরীক্ষার্থীরা এসব কারণে আগামী মার্চ মাস থেকে অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানায়। তারা প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নেওয়ারও হুমকি দিয়েছে।

**ঢাকার বাইরে বিক্ষোভ**

রাজশাহী প্রতিনিধি জানান, অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে মার্চের শেষদিকে নেওয়ার দাবিতে রাজশাহী কলেজের দু শতাধিক ছাত্রছাত্রী কলেজ সংলগ্ন সড়কে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে।

বগুড়া প্রতিনিধি জানান, সরকারি আযীযুল হক কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনার্স পার্ট-৩ পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গত রোববার কলেজের কিছু আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। তাদের বাধার কারণে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি শুরু করা যায়নি। এদিকে ছাত্র অধিকার পরিষদ ঘোষণা দিয়েছে, পরীক্ষা পেছানো না হলে আজ উত্তরাঞ্চলের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে লংমার্চ করে সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবস্থান ধর্মঘট করবে। এ ছাড়া সকল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে আগামীকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট পালন করা হবে।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, একই দাবিতে গতকাল সোমবার ৪টি কলেজের ছাত্ররা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘটসহ নগরীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।